www.banglainternet.com

Sunanu Ibn Mazah Bangla Onubad

2nd Volume,

Kaffarat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١١. كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ

অধ্যায় ঃ কাফ্ফারাত

١. بَابُ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّتِىْ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কসম করতেন

২০৯০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِىِّ، قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا حَلَفَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ -

২০৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....রিফা'আ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কসম করতেন, তখন বলতেনঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ।

২০৯১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ - ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِىِّ، قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّتِىْ يَحْلِفُ بِهَا، اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ -

banglainternet.com

২০৯১ হিশাম ইবন আম্মার (র).... রিফা'আ ইবন ইরাবা জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দিয়ে কসম করতেন, তা ছিলঃ আমি আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ।

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا وَ مُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ -

২০৯২ আবু ইসহাক শাফিয়ী ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আব্বাস (র).... সালিমের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিকাংশ কসম ছিলঃ "না, অন্তরের পরিবর্তন সৃষ্টিকারীর কসম!"

٢٠٩٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ. ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى، جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

২০৯৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কসম এমন ছিলঃ "না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।"

٢. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা নিষেধ

٢٠٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَ لَا آثِرًا -

২০৯৪ মুহাম্মদ ইবন আবু উমর আদানী (র).... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে তার পিতার নামে কসম করতে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেনঃ এরপর আমি নিজে ইচ্ছা করে এবং অন্যের কথা উদ্ধৃতি দিতে গিয়েও আর পিতার নামে কসম করিনি।

٢٠٩٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ، وَلَا بِآبَائِكُمْ -

banglainternet.com

২০৯৫ আবু বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আব্দুর রহমান ইবন সামুরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা প্রতিমা ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করবে না।

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِيْ يَمِيْنِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى، فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

২০৯৬ আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কসম করতে গিয়ে যে এমন বললোঃ "লা'ত ও উয্‌যার কসম!" সে যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমা পাঠ করে নেয়।

٢٠٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ وَلاَ تَعُدْ -

২০৯৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র).... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একবার লা'ত ও উয্‌যার নামে কসম করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তুমি এই বাক্যটি পাঠ করে নাও ঃ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ পরে তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ কর ও শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। আর কখনো এরূপ করবে না।

٢. بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মিল্লাতের কসম করা

٢٠٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ -

২০৯৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র).... ছাবিত ইবনু যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য মিল্লাতের মিথ্যা কসম করে, তবে সে তাই হয়ে যাবে, যা সে বলেছে।

٢٠٩٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ اَنَا اِذًا لَيَهُوْدِيٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ -

banglainternet.com

২০৯৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে এমন বলতে শুনলেনঃ আমি যদি এরূপ করি তবে আমি ইয়াহুদী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সাব্যস্ত হয়ে গেল[১]।

٢١٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا عَمْرُ وبْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ اِلَيْهِ الْاِسْلَامُ سَالِمًا –

২১০০ মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল ইবন সামুরা (র).... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আমি তো ইসলাম থেকে মুক্ত, সে যদি মিথ্যাও বলে থাকে, তবুও সে যেমন বলেছে, তেমনই হবে। আর যদি সে সত্য বলে থাকে, তবুও ইসলাম আর তার কাছে নিরাপদে ফিরে আসে না।

٤. بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ

অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট হয়

٢١٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنُ سَمُرَةَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللّٰهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللّٰهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ –

২১০১ মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল ইবন সামুরা (রা).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে তার পিতার নামে কসম করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, সে যেন তা সত্যে পরিণত করে। আর যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে সন্তুষ্ট হয় না, তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না।

٢١٠٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاٰى عِيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ – فَقَالَ اَسَرَقْتَ ؟ قَالَ لَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِىْ –

২১০২ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ 'ঈসা ইবন মারয়াম জনৈক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেনঃ তুমি চুরি

banglainternet.com

১. এ কথার মর্ম হলোঃ সে ইয়াহুদী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

করলে? সে বললঃ "না! সে সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।" তখন 'ঈসা (আ) বলর্লেনঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমার চোখকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলাম।

٥. بَابُ الْيَمِيْنِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমের পরিণাম হলো গুনাহ অথবা অনুতাপ

٢١٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ –

২১০৩ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)…. ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বস্তুত কসমের পরিণাম হলো গুনাহ অথবা অনুতাপ।

٦. بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমে ইস্‌তিছনা শব্দ যুক্ত করা

٢١٠٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ –

২১০৪ আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম আম্বরী (র)…. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করে এবং বলেঃ "ইনশাআল্লাহ,"— আল্লাহ চাহেন তো, তার এ ইস্‌তিছনা কার্যকর হবে।

٢١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَيْرَ حَانِثٍ –

২১০৫ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র)…ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছনঃ যে ব্যক্তি কসম করে, আর ইস্‌তিছনা শব্দ যুক্ত করে (ইনশাআল্লাহ), সে ইচ্ছা করলে বক্তব্য থেকে ফিরে যেতে পারে, অথবা সে তা পরিত্যাগ করতে পারে। এতে সে শপথ ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে না।

٢١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً ، قَالَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثْ –

২১০৬ 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ যুহরী (র)…. ইবন 'উমর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বরাতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করে আর ইস্‌তিছনা শব্দ যুক্ত করে, সে শপথ ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে না।

banglainternet.com

৭. بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছুর উপর কসম করার পর এর চেয়ে উত্তম দেখলে

২١٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ مُوْسٰى، قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ! مَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُتِىَ بِاِبِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ اِبِلٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَلَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ارْجِعُوْا بِنَا فَاَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّا اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ! مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ، وَاللّٰهِ! اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ قَالَ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ -

২১০৭ আহমদ ইবন 'আব্‌দা (র)...... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আশআরীদের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাইতে এসেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের বাহন দিতে পারব না। আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি। রাবী বলেনঃ আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এরপর (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে) কিছু উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের জন্য তিনটি উজ্জ্বল কূঁজ বিশিষ্ট উট দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের একজন অপরজনকে বললোঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাইতে এসেছিলাম, তখন তিনি কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের বাহন দিতে পারবেন না। পরে আবার তিনি আমাদের বাহন দিয়ে দিলেন। তখন বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাদের বাহন দেইনি, বরং আল্লাহই তো তোমাদের দিয়েছেন। আর আমি, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ্ চান, যখন কোন ব্যাপারে কসম করার পর এরচেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাই, তখন আমি আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি এবং আমি সেই ভাল কাজটি করি। অথবা তিনি বলেনঃ আমি সেই ভাল কাজটি করি এবং আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই।

২١٠٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ -

banglainternet.com

২১০৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আমির ইবন যুরারা (র).... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ কসম করার পর যদি অন্য কিছু এর চেয়ে উত্তম বিবেচনা করে, তবে সে যেন ঐ উত্তম কাজটি করে এবং তার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয়।

٢١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا اَبُوا الزَّعْرَاءِ عَمْرُوبْنُ عَمْرٍ عَنْ عَمِّهٖ اَبِى الْاَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! يَأْتِيْنِيْ اِبْنُ عَمِّيْ فَاَحْلِفُ اَنْ لاَ اُعْطِيَهُ وَلاَ اَصِلَهُ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ -

২১০৯ মুহাম্মদ ইবন আবু উমর 'আদানী (র).... মালিক জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার কাছে আমার চাচাতো ভাই আসলে আমি কসম খেয়ে বলি যে, আমি তাকে কিছু দেব না এবং আমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব না। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দাও।

٧. بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে— মন্দ বিষয়ে কসমের কাফ্‌ফারা হলো কাজটি বর্জন করা

٢١١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، اَوْفِيْمَا لاَ يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ، اَنْ لاَيَتِمَّ عَلٰى ذٰلِكَ -

২১১০ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ অথবা অন্য কোন অনুচিত বিষয়ে কসম করে, তবে তার জন্য ঐ কাজটি সম্পন্ন না করার মধ্যে কল্যাণ নিহীত আছে।

٢١١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَاعَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَارَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا -

২১১১ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুল মু'মিন ওয়াসিতী (র).... 'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করার পর দেখে যে, অন্যকিছু এর চাইতে উত্তম, তখন সে যে জন্য কসম করেছিল; তা যেন পরিত্যাগ করে। কেননা, এটা বর্জন করাই– এর কাফ্‌ফারা।

banglainternet.com

٩. بَابُ كَمْ يُطْعَمُ فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমের কাফ্ফারার পরিমাণ

٢١١٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَفَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذٰلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ -

২১১২ 'আব্বাস ইবন ইয়াযীদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সা' খোরমা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন এবং লোকদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে, অবশ্য যদি তা না পায়, তবে অর্ধ সা' গম আদায় করবে।

١٠. بَابُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে যে খাবার দাও, তার মধ্যম মান

٢١١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ شِدَّةٌ فَنَزَلَتْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ -

২১১৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন কোন লোক তার পরিবার-পরিজনকে খুব উদার হাতে আহার দান করত। আর কেউ কেউ খুব হিসাব করে খরচ করত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ -

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের পরিজনদের যা খেতে দাও, তার মধ্যম ধরনের।"

١١. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَ لَا يُكَفِّرُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো মন্দ কাজের কসম করে তার উপর অবিচল থাকা ও কাফ্ফারা আদায় না করা নিষেধ

٢١١٤ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِيْنِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا -

banglainternet.com

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ –

২১১৪ সুফয়ান ইবন অকী' (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন অসঙ্গত কসমের উপর অটল থাকে, তখন সে আল্লাহর কাছে অপরাধী গণ্য হয়। তার উচিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাফফারা আদায় করে দেওয়া।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٢. بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমকারীর দায়মুক্তিতে সাহায্য করা

٢١١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ –

২১১৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কসমকারীর দায় মুক্তিতে সাহায্য করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا مِنَ الْهِجْرَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتَنِي ؟ فَقَالَ أَجَلْ فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ فُلاَنًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَقْسَمْتُ فَمَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ أَبْرَرْتُ عَمِّي وَلاَ هِجْرَةَ –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ –

قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ يَعْنِي لاَ هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا –

banglainternet.com

২১১৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... আব্দুর রহমান ইবন সফওয়ান অথবা সফওয়ান ইবন আব্দুর রহমান কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন আব্দুর রহমান তার পিতাকে

নিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতাকে হিজরতে শরীক রাখুন। তখন তিনি বললেনঃ আর তো হিজরত নেই। তখন তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে আব্বাস (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আপনি কি আমাকে চেনেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। এরপর আব্বাস (রা) একটি জামা গায়ে, চাদর বিহীন অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এই লোকটিকে চিনেন এবং তার ও আমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতাও আপনি জানেন। লোকটি তার পিতাকে নিয়ে এসেছে, যেন আপনি তাকে হিজরতের উপর বায়'আত করান। তখন নবী ﷺ বললেনঃ এখন তো আর হিজরত নেই। তখন আব্বাস (রা) বললেনঃ আপনাকে কসম দিয়ে বলছি। তখন নবী তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন ও লোকটির হাত স্পর্শ করলেন এবং বললেনঃ আমি কেবল আমার চাচার শপথ পূর্ণ করলাম। আসলে এখন আর হিজরত নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইয়াযীদ ইবন আবু যিয়াদ (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

ইয়াযীদ ইবন আবু যিয়াদ (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথার মর্ম এই যে, যে দেশের অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে দেশ থেকে আর হিজরত করে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

١٣. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ شِئْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও এরূপ বলা নিষেধ

٢١١٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْاَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْاَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ ـ

২১১৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ শপথ করে, তখন সে যেন এমন না বলে, আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা ইচ্ছা কর। বরং সে যেন বলেঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা ইচ্ছা কর।

٢١١٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَاٰى فِي النَّوْمِ اَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ اَنْتُمْ لَوْلَا اَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ ! اِنْ كُنْتُ لَاَعْرِفُهَا لَكُمْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ ـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ اَخِيْ عَائِشَةَ لِاُمِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ ـ

banglainternet.com

২১১৮ হিশাম ইবন আম্মার (র).... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মুসলমান স্বপ্নে দেখল যে, সে আহলে কিতাবের জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছে। আহলে কিতাবের লোকটি বললঃ তোমরা কতই ভাল জাতি। যদি তোমরা শিরক না করতে! তোমরা তো বলে থাকঃ "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, আর মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেন।" পরে তিনি স্বপ্নের কথাটি নবী ﷺ এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তোমাদের এরূপ কিছু বলতে শিখাইনি। বরং তোমরা বলবেঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, এরপর মুহাম্মদ ﷺ যা চান।

মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র).... 'আয়েশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই তুফায়ল ইবন সাখ্‌বারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤. بَابُ مَنْ وَرَّى فِى يَمِيْنِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ শপথের সময় কেউ যদি মনের ইচ্ছা গোপন রাখে

٢١١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ جَدَّتِهٖ، عَنْ اَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاَخَذَهٗ عَدُوٌّ لَهٗ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ اَنْ يَحْلِفُوْا فَحَلَفْتُ اَنَا اَنَّهٗ اَخِىْ فَخَلّٰى سَبِيْلَهٗ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ اَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَا اَنَّهٗ اَخِىْ فَقَالَ صَدَقْتَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ –

২১১৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবন হাকীম (র).... সুওয়াদ ইবন হান্‌যালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খোঁজে বের হলাম। এ সময় আমাদের সাথে ছিলেন ওয়ায়েল ইবন হুজর। তার শত্রু তাকে ধরে ফেলল। তখন কেউ শপথ করতে রাযী হল না। আমি শপথ করে বললামঃ সে আমার ভাই। এ কথা বলায় শত্রুগণ তাকে ছেড়ে দিল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, কাওমের লোকেরা কসম করতে রাযী হয়নি, আমি কসম করে বলেছিলাম, সে আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ তুমি সত্যই বলেছ, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

٢١٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ –

২১২০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কসম হবে হলফ দানকারীর নিয়্যতের ভিত্তিতে।

banglainternet.com

٢١٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ -

২১২১ 'আমর ইবন রাফি' (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমার কসম সে ভিত্তিতেই হবে, যা হলফদানকারী সত্যায়ন করে।

١٥. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানতের নিষিদ্ধতা

٢١٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ -

২১২২ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর দ্বারা কেবল মাত্র কৃপণের কিছু ধন বের করে আনা হয়।

٢١٢٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدِّرَ لَهُ فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ -

২১২৩ আহমদ ইবন ইয়ূসুফ (র)...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মানত আদম সন্তানকে তার জন্য নির্ধারিত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু দেয় না। তবে, অনেক সময় তাকদীর বিলম্বিত হয় এবং অবসরে কৃপণ লোক থেকে কিছু সম্পদ বের করে আনা হয়। আর তখন তার জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে যায়, যা আগে সহজ ছিল না। অথচ আল্লাহ তো বলেছেনঃ "তুমি খরচ কর, আমি তোমার উপর খরচ করব।"

١٦. بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাপ কাজের মানত

٢١٢٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ - وَلاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ -

banglainternet.com

২১২৪ সাহ্‌ল ইবন আবূ সাহ্‌ল (র).... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পাপ কাজে কোন মানত নেই; আর আদম সন্তান যে কাজের ক্ষমতা না রাখে, সেখানে কোন মানত নেই।

٢١٢٥ حَدَّثَنَا أَبُوْطَاهِرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ -

২১২৫ আহমদ ইবন আমর ইবন সারাহ্‌ মিসরী আবূ তাহির (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ গুনাহের কাজে কোন মানত নেই। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারার মত।

٢١٢٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ -

২১২৬ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালনের মানত করে, সে যেন তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করে, সে যেন অবাধ্যতা না করে।

١٧. بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَّلَمْ يُسَمِّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কোন কিছুর নাম না নিয়ে শুধু মানত করে

٢١٢٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ -

২১২৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুর উল্লেখ না করে শুধু মানত করে, তবে তার কাফফারা হবে কসমের কাফফারার মত।

٢١٢٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ -

banglainternet.com

২১২৮ হিশাম ইবন আম্মার (র).... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুর উল্লেখ না করে মানত করে, তবে তার কাফ্ফারা হবে কসমের কাফ্ফারার মত। আর যে ব্যক্তি এমন মানত করে, যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই, তবে এর কাফফারা হবে কসমের কাফ্ফারার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি এমন মানত করে, যা আদায়ের সে ক্ষমতা রাখে; তবে সে যেন তা পূরণ করে।

١٨. بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায় প্রসঙ্গ

٢١٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْخَطَّابِ، نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أُوْفِيَ بِنَذْرِيْ -

২১২৯ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)....উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়্যাত যুগে একটি মানত করেছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে মানত আদায় করার নির্দেশ দেন।

٢١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ -

২১৩০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও আব্দুল্লাহ ইবন ইসহাক জাওহারী (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি কুরবানী করার মানত করেছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ তোমার মধ্যে কি জাহিলিয়্যাতের কোন চিন্তাধারা অবশিষ্ট রয়েছে? সে বললোঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার মানত পুরা করে নাও।

٢١٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ الْيَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيْفَةٌ لَهُ فَقَالَ إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟ قَالَ: لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ -

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

banglainternet.com

২১৩১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মায়মুনা বিনত কুরদাম ইয়াসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা একবার নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন মায়মুনা তার পিতার সাথে একই বাহনে পিছনে বসা ছিলেন। মায়মূনার পিতা বলেনঃ আমি 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি কুরবানী করার মানত করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেখানে কি কোন প্রতিমা আছে? তিনি বললেনঃ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার মানত আদায় করে নাও। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মায়মূনা বিনত কুরদাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٩. بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায় না করে যে মারা যায়

٢١٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدَ اللّٰهِ اِسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا-

২১৩২ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার মায়ের একটি মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন– যা পূর্ণ করার আগেই তার মা মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমিই তার পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দাও।

٢١٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ-

২১৩৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললোঃ আমার মায়ের উপর সাওমের মানত ছিল। কিন্তু তা আদায় করার আগেই তিনি মারা গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তার পক্ষ থেকে ওলী যেন সাওম আদায় করে নেয়।

٢٠. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করে

٢١٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ-

banglainternet.com

২১৩৪ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... উক্‌বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তাঁর বোন একবার মানত করেছিলেন যে, তিনি খালি পায়ে হেঁটে মুখ খোলা অবস্থায় হজ্জ আদায় করবেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তাকে বল, সে যেন বাহনে আরোহন করে ও মুখ ঢেকে রাখে। আর তিন দিন সাওম পালন করে।

٢١٣٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هٰذَا؟ قَالَ ابْنَاهُ نَذْرٌ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ -

২১৩৫ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একবার এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে তার দু'ছেলেকে ধরে হেঁটে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেনঃ এ ব্যক্তির কি হয়েছে? ছেলেরা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এটা তার মানত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ হে বুড়ো! তুমি কোন যানবাহনে আরোহণ কর; কেননা, আল্লাহ্ তোমার এই কষ্ট ও মানতের মুখাপেক্ষী নন।

٢١. بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মানতের মধ্যে পাপের সাথে পূণ্য মিলিয়ে নেয়

٢١٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَلاَ يَزَالَ قَائِمًا قَالَ لِيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ -

২১৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, লোকটি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটা কি? লোকেরা বললোঃ এ লোকটি মানত করেছে যে, সে সাওম পালন করবে, আর সারাদিন ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং সারাক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে যায় এবং সাওম পূর্ণ করে নেয়।

banglainternet.com

ﷺ হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ ইবন শায়বা ওয়াসিতী (র)....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।